সংক্ষিপ্ত

মাদারিজুস সালিকীন

আল্লাহর পানে যাত্রা

অনুবাদ
মাওলানা নাঈম আবু বকর

নিরীক্ষণ
মুফতি মাহমুদুল হক

দ্বিতীয় সংস্করণের ভাষা সম্পাদনা
মহিউদ্দিন রূপম

প্রচ্ছদ, পৃষ্ঠাসজ্জা
ফজলে মুন

বানান
উমেদ

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহর। রাসুলুল্লাহ ও তাঁর আল-আসহাবের উপর হোক অগণিত দরুদ ও সালাম। অতঃপর—

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রহ.-এর যথার্থ পরিচয় দেয়ার সাধ্য অধমের নেই। তিনি বিশাল মহীরুহ। আকায়েদ, তাফসির, ফেকাহ, আখলাক ইত্যাদি শাস্ত্রে তার অবাধ পাণ্ডিত্য সুবিদিত। এতকিছুর সঙ্গে তিনি ছিলেন যথার্থ এক দার্শনিক। সাধারণত দর্শনে নিজস্ব চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য পায়, কুরআন-হাদিস ও অন্যান্য বর্ণিত জ্ঞান হয়ে পড়ে অবহেলিত। ইবনুল কায়্যিম রহ. এর উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। নুসুসকে শতভাগ প্রাধান্য দিয়ে ও তার মর্মের নিকট নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করেও যে দর্শনচর্চা করা যায়, তা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয় তার লেখায়। সচেতন পাঠকমাত্র স্বীকার করবেন—ইবনুল কায়্যিম রহ. একই সঙ্গে সুফী ও আসারী (নুসুসের সাধারণ মর্মের অনুসারী)। প্রকৃত সুফিবাদ ও আসার অনুসরণে যে কোনো সংঘর্ষ নেই, ইবনুল কায়্যিম তার প্রমাণ।

মাদারিজুল সালিকীন ইবনুল কায়্যিম রহ. এর বিখ্যাত এক গ্রন্থ, যাতে তিনি মুমিনের আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে যে সকল গুণ অর্জন আবশ্যক, সেগুলো নিয়ে সবিস্তার আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটির বিভিন্ন আলোচনা এত গভীর, এত তাৎপর্যপূর্ণ যে, একটি প্যারাগ্রাফ অবলম্বন করে পূর্ণ একটি প্রবন্ধ রচনা করা সম্ভব, সম্ভব ঘন্টাখানেক বক্তৃতা করাও। আমি নিজেও জুমার বয়ানে ইবনুল কায়্যিম রহ.-এর কোনো পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে সম্পূর্ণ বয়ান উপস্থাপন করেছি একাধিকবার। গ্রন্থটি তাই সর্বশ্রেণীর পাঠকের খোরাক যোগাবে বলেই বিশ্বাস করি। উল্লেখ্য, বক্ষ্যমাণ অনুবাদ মাদারিজুস সালিকীনের চয়িতাংশের, যা সৌদি আরবের কিং সাউদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্ট্যাডিজের অধ্যাপক ড. আহমদ বিন উসমান আলমাযীদ-কর্তৃক চয়িত।

গ্রন্থটি অনুবাদ করতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। অধমের আগ্রহ প্রধানত মৌলিক রচনায় হলেও, লেখক, বিষয়বস্তু ও ব্যক্তিগত কিছু বিষয় বিবেচনায় কাজটি গ্রহণ করেছি। আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসায় কাজ শুরু করার পর একমাত্র তাঁর তাওফিকেই তা সমাপ্ত হল।

মাদারিজুস সালিকীনের মতো দার্শনিক কিতাব সহজবোধ্য সাবলীল গদ্যে অনুবাদ করা দুরূহ। কাজেই অনুবাদে যথষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছে। যথাসাধ্য বাংলা আদর্শ গদ্যরীতি বজায় রেখেছি। বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শব্দচয়ন করেছি। চটুল ও সংলাপসুলভ শব্দ পরিহার করেছি। জানামতে কোথাও মূলগ্রন্থের মর্ম বিকৃত করিনি। ইনশাআল্লাহ, পাঠকবৃন্দ গ্রন্থটি স্বাচ্ছন্দ্যে পাঠ ও অনুধাবনে সক্ষম হবেন।

সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার, যিনি তাওফিক দিয়েছেন। বিশেষ কৃতজ্ঞতা ভাই মুফতি মাহমুদুল হকের প্রতি, যিনি কাজটি অধমের নিকট অর্পণ করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা গ্রন্থটির মূল লেখক, সংক্ষেপক, অনুবাদক, নিরীক্ষক, প্রকাশক, মূদ্রক সবার পরিশ্রম কবুল করুন। গ্রন্থটি মুসলমান ভাই-বোনদের জন্য যথার্থ উপকারী বানিয়ে দিন।

এই দুঃসময়ে যারা ইসলামি বই পড়েন, তাদের সকলের প্রতি রইল সশ্রদ্ধ সালাম।

-নাঈম আবু বকর
৯৫/২, শেখদী আইডিয়াল রোড,
ধনিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

সূচিপত্র

ভূমিকা	০৯
দীনের মৌলিক শিক্ষায় সূরা ফাতেহা	১১
যেভাবে সূরা ফাতেহা সিরাতে মুস্তাকিমের পথ দেখায়	১৩
ফাতেহায় তাওহিদের আলোচনা	১৬
সুরা ফাতেহায় আত্মিক ও শারীরিক শেফা	১৯
সকল বিভ্রান্তির অপনোদনে সূরা ফাতেহা	২০
ফাতেহায় রয়েছে দুটি অসাধারণ বাক্য	২১
ইবাদতের স্তরভেদ	২৭
إِيَّاكَ نَعْبُدُ-এর মঞ্জিলসমূহ, যে ধাপগুলো আল্লাহমুখী অন্তর একে একে অতিক্রম করে	৩০
জাগরণের মঞ্জিল (ইয়াক্কাযা)	৩০
চিন্তা ফিকিরের মঞ্জিল (ফিকরত)	৩০
অন্তর্দৃষ্টির মঞ্জিল (বাসিরত)	৩১
ইচ্ছার মঞ্জিল (ক্বসদ)	৩১
দৃঢ় সংকল্পের মঞ্জিল (আযম)	৩২
আত্মজিজ্ঞাসার মঞ্জিল (মুহাসাবা)	৩২
তওবার মঞ্জিল	৩৩
আল্লাহমুখিতার মঞ্জিল (ইনাবত)	৫৪
উপদেশ গ্রহণের মঞ্জিল (তাযাক্কুর)	৫৭
আঁকড়ে ধরার মঞ্জিল (ই'তিসাম)	৫৮
পলায়নের মঞ্জিল (ফিরার)	৬০
সাধনা (রিয়াযত)-এর মঞ্জিল	৬১
ভয়ের মঞ্জিল (খওফ)	৬১
শঙ্কার মঞ্জিল(ইশফাক্ব)	৬৩
খুশুর মঞ্জিল	৬৪
বিনয় ও স্থিরতার মঞ্জিল (ইখবাত)	৬৫
দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তির মঞ্জিল(যুহদ)	৬৬
তাকওয়ার মঞ্জিল	৬৮
একাগ্রতার মঞ্জিল (তাবাত্তুল)	৭০
আশার মঞ্জিল(রজা)	৭১

আগ্রহের মঞ্জিল (রগবত)	৭৩
খেয়াল রাখার মঞ্জিল (রেয়ায়েত)	৭৩
আত্নপ্রহরার মঞ্জিল (মুরাকাবা)	৭৫
আল্লাহর হারামসমূহের সম্ভ্রম রক্ষার মঞ্জিল	৭৬
ইখলাসের মঞ্জিল	৭৭
অবিচলতার মঞ্জিল (ইস্তিকামাত)	৮০
তাওয়াক্কুলের মঞ্জিল	৮২
মেনে নেওয়ার মঞ্জিল (তাসলীম)	৮৭
সবরের মঞ্জিল	৮৮
সন্তুষ্টির মঞ্জিল (রেজা)	৯৩
শোকরের মঞ্জিল	৯৬
লজ্জার মঞ্জিল (হায়া)	৯৯
সত্যনিষ্ঠার মঞ্জিল (সিদক)	১০২
অগ্রাধিকার দানের মঞ্জিল (ইছার)	১০৬
উত্তম চরিত্রের মঞ্জিল	১০৯
বিনয়ের মঞ্জিল	১২০
মানবিকতার মঞ্জিল (মুরুআত)	১২৩
শিষ্টাচারের মঞ্জিল	১২৫
একিনের মঞ্জিল	১৩৩
যিকিরের মঞ্জিল	১৩৫
ইহসানের মঞ্জিল	১৩৮
ইলমের মঞ্জিল	১৩৮
হেকমতের মঞ্জিল	১৪০
সম্মান-প্রদর্শনের মঞ্জিল (তাজীম)	১৪২
প্রশান্তির মঞ্জিল (সাকীনা)	১৪৩
স্থিরতার মঞ্জিল (ইতমিনান)	১৪৫
মহব্বতের মঞ্জিল	১৪৬
আত্মমর্যাদাবোধের মঞ্জিল (গায়রত)	১৫০
আকর্ষণের মঞ্জিল (শওক)	১৫১
আনন্দের মঞ্জিল (সুরুর)	১৫২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রসূল।

বড্ড আফসোস হয় তাদের জন্য, যারা আসমানি ওহি ও নববী ইলম থেকে বিমুখ থাকে। কতই না দুর্ভাগা তারা! তাদের অন্তর নিষ্প্রাণ, তাদের অন্তর্দৃষ্টি নিষ্প্রভ। মহাগ্রন্থ কুরআনকে দূরে ঠেলে তারা মানবরচিত—দ্বিধাবিভক্ত ও অন্তঃসারশূন্য—মত-মতান্তরের পেছনে ছুটছে!

তারা কি ভেবেছে কুরআন-সুন্নাহর পরিবর্তে মনগড়া মতবাদ ও শাস্ত্রীয় যুক্তিতর্ক তাদের মুক্তি দেবে, আল্লাহ থেকে এবং তাঁর পাকড়াও থেকে? কখনোই নয়। এ অলীক কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়।

মুক্তি তো নিহিত কেবল আল্লাহ-প্রদত্ত হিদায়াত অনুসরণে, তাকওয়া অনুশীলনে এবং সিরাতে মুস্তাকিম অবলম্বনে। পরিপূর্ণ মানুষ হতে হলে প্রয়োজন প্রকৃত ইলম এবং বিশুদ্ধ আমল; এবং এই দুই বিষয়ের দিকে অন্যদের আহ্বান করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَالْعَصْرِ ۞ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۞ إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

﴾মহাকালের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পর সত্যের উপদেশ দেয় এবং ধৈর্যের উপদেশ দেয়।﴿ (সূরা আসর: ১-৩)

এ সুরায় আল্লাহ তাআলা কসম খেয়ে বলেছেন যে, প্রত্যেক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত, তবে সে ছাড়া, যে ঈমান দ্বারা নিজের জ্ঞানকে এবং নেক-আমল দ্বারা নিজের কাজকে পূর্ণতা দেয়; এবং অন্যদেরকেও সত্যের দিকে ডাকে এবং সত্য-পথে ধৈর্য ধরার তালিম দেয়। একমাত্র সত্য হচ্ছে ঈমান ও আমল, আর ঈমান-আমলের পূর্ণতায় প্রয়োজন সবর ও পরস্পর দাওয়াত।

সুতরাং জীবনের মুহূর্তগুলো মানুষের কাজে লাগাতে হবে; মহাসৌভাগ্য অর্জন ও মহাবিপর্যয় থেকে আত্মরক্ষায় জীবনকে ব্যবহার করতে হবে। আর এ জন্য প্রয়োজন কুরআনের দিকে ফিরে আসা, তাকে হৃদয়ঙ্গম করা, তার মর্ম অনুধাবন করা। কারণ, কুরআনই মানুষের ইহ-পারলৌকিক মুক্তি-মন্ত্র, তার গন্তব্যের পথনির্দেশ। কুরআন হতেই উৎসারিত হয় সকল বিশুদ্ধ হাকিকত-তরিকত ও ব্যক্তিগত চিন্তা-গবেষণা।

উপর্যুক্ত বিষয়ে আলোকপাত করতে আমি এ গ্রন্থে সুরা ফাতেহা ও তার মর্ম সম্পর্কে আলোচনা করেছি। গ্রন্থটিতে পাঠক লক্ষ করবেন—সুরা ফাতেহায় কীভাবে আবেদ ও আরেফগণের মাকামসমূহ আলোচিত হয়েছে, কীভাবে ভ্রান্ত ও বিদআতি গোষ্ঠীগুলোকে নাকচ করা হয়েছে এবং কেন সুরা ফাতেহা তাওরাত, ইঞ্জিল, এমনকি স্বয়ং কুরআনে কারীমেও নজিরবিহীন!

আল্লাহই সহায় এবং তাঁর ওপরই ভরসা।

দীনের মৌলিক শিক্ষায় সূরা ফাতেহা

দীনের মৌলিক বিষয়গুলো সুরা ফাতেহায় সংক্ষেপে অত্যন্ত সারগর্ভ ভাষায় আলোচনা করা হয়েছে। যেমন:

মাবুদের পরিচয়:

সুরা ফাতেহায় আল্লাহ তাআলার এমন তিনটি নাম উল্লেখ করা হয়েছে, যা সমগ্র আসমায়ে হুসনার কেন্দ্রবিন্দু। নামগুলো হলো—আল্লাহ, রব ও রহমান। ইলাহিয়্যাত (উপাস্যতা), রবুবিয়্যাত (প্রতিপালকত্ব) ও রহমত—আল্লাহর এই তিন সিফাতের ওপরই সুরা ফাতেহার ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে।

‘إِيَّاكَ نَعْبُدُ’ অর্থাৎ ‘আমরা শুধু তোমারই দাসত্ব করি’—এটি ইলাহিয়্যাত (উপাস্যতা) প্রকাশ করছে।

‘إِيَّاكَ نَسْتَعِيْن’ অর্থাৎ ‘আমরা শুধু তোমার কাছেই সাহায্য চাই’—এটি রবুবিয়্যাত (প্রতিপালকত্ব) প্রকাশ করছে।

আর ‘الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْم’ অর্থাৎ তাঁর কাছে সরল পথের দিশা চাওয়া তাঁর ‘দয়া ও করুণা’ প্রকাশ করছে।

তেমনিভাবে ‘হামদ’ (আল্লাহর প্রশংসা)-এর মধ্যেও এ তিনটি বিষয় নিহিত রয়েছে; অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা প্রশংসিত তাঁর ইলাহিয়্যাত, রবুবিয়্যাত ও রহমতের ভিত্তিতে। সহজ কথায়—উপাস্যতা, প্রতিপালকত্ব ও দয়ার ভিত্তিতে।

আখিরাতের বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা:

সুরা ফাতেহার আয়াত ‘مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ’ ﴿যিনি বিচার-দিবসের মালিক﴾-এ নিহিত রয়েছে পরকাল, হিসাব-নিকাশ ও নেয়ামত-আযাবের ঘোষণা; ইঙ্গিত রয়েছে—আল্লাহ তাআলাই হবেন সেদিনের একচ্ছত্র বিচারক এবং তাঁর বিচার হবে সর্বোচ্চ ইনসাফপূর্ণ।

নবুয়তের বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা:

সুরা ফাতেহায় নবুয়তের প্রমাণও করা হয়েছে বেশ কয়েকটি পন্থায়; যেমন:

১। ফাতেহার শুরুতে আল্লাহ তাআলার 'রব্বুল আলামীন' হওয়া একটি প্রমাণ। কারণ, রব্বুল আলামীন যিনি হন, তিনি বান্দাদের উদ্দেশ্যহীন ছেড়ে দিতে পারেন না। নিশ্চয় তিনি তাদের ইহ-পরকালীন কল্যাণের পথে পরিচালিত করবেন। আর এজন্য প্রয়োজন নবী-রসূল।

২। 'আল্লাহ' নামের উল্লেখ আরেকটি প্রমাণ। কারণ, 'আল্লাহ' অর্থ হচ্ছে মাবুদ বা উপাস্য। আর ইবাদতের পথ-পন্থা নবী ছাড়া জানা সম্ভব নয়।

৩। আল্লাহ তাআলার 'রহমান' নামের উল্লেখও একটি প্রমাণ। কারণ, রহমতের দাবি হচ্ছে বান্দাদের পথপ্রদর্শন করা। আর এজন্য প্রয়োজন নবী-রাসূলদের পাঠানো।

৪। 'বিচার দিবস'-এর উল্লেখ একটি প্রমাণ। কারণ, বিচার দিবসে বান্দার আমলের হিসেব নেওয়া হবে এবং ভালো কাজের পুরস্কার ও মন্দ কাজের শাস্তি দেওয়া হবে। অথচ আল্লাহ তাআলা যথাযথ অপরাধ ছাড়া কাউকে শাস্তি দেবেন না এবং সে অপরাধ প্রতিষ্ঠিত হবে নবী-রসূলগণের দাওয়াত অমান্যের মাধ্যমে। সুতরাং বিচার-প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে নবুয়তের ওপর নির্ভরশীল।

৫। 'إِيَّاكَ نَعْبُدُ' ﴿আমরা আপনারই ইবাদত করি﴾ আয়াতটিও একটি প্রমাণ। কারণ, নবী-রসূলগণ ছাড়া আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয় ইবাদতের পদ্ধতি জানা সম্ভব নয়।

৬। 'اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ' ﴿আমাদের সরল পথ প্রদর্শন করুন﴾ আয়াতটিও নবুয়তের প্রমাণ। কারণ, হিদায়াত বা পথপ্রদর্শন নবী-রসূলগণ ছাড়া সম্ভব নয়।

যেভাবে সূরা ফাতেহা সিরাতে মুস্তাকিমের পথ দেখায়

সুরা ফাতেহায় সিরাতে মুস্তাকিমের কথা এসেছে একবচন ও নির্দিষ্টরূপে। এখান থেকে বোঝা যায়—সিরাতে মুস্তাকিম অর্থাৎ সরল পথ একটি এবং সেটা নির্দিষ্ট। অন্যদিকে পথহারা, অভিশপ্তদের পথ বহুবিধ। এ কারণেই কুরআনে আল্লাহ তাআলা সরল পথকে একবচনরূপে এবং ভ্রান্ত পথকে বহুবচনরূপে উল্লেখ করেছেন। উদাহরস্বরূপ এই আয়াতটি খেয়াল করুন,

وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْماً فَٱتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوْا ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ

﴾এবং এই পথই আমার সরল পথ। সুতরাং তোমরা এরই অনুসরণ করবে এবং বিভিন্ন পথ অনুসরণ করবে না, করলে তা তোমাদের তাঁর পথ হতে বিচ্ছিন্ন করবে।﴿
(সূরা আনআম: ১৫৩)

দেখুন, এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা ‘আমার পথ’ ও ‘তাঁর পথ’ অর্থাৎ সিরাতে মুস্তাকিমকে একবচনে উল্লেখ করেছেন; অন্যদিকে ভ্রান্ত পথগুলোকে উল্লেখ করেছেন ‘বিভিন্ন পথ’ বলে।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, ‘একবার রসূল ﷺ আমাদের সামনে একটি রেখা টানলেন এবং বললেন, ‘এটা আল্লাহর পথ।’ তারপর প্রথম রেখাটির ডানে ও বামে আরও কিছু রেখা টেনে বললেন, ‘এগুলো বিভিন্ন পথ, যার সবকটায় একটা করে শয়তান দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি করছে।’ এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন—

وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيماً فَٱتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيْلِهٖ ذٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [১]

আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার পথ কেবল একটাই। সে পথের দিশা দিতেই আল্লাহ তাআলা

১. মুসনাদে আহমাদ: ৭/২০৭।

রসূলদের পাঠিয়েছেন, আসমানি কিতাবগুলো অবতীর্ণ করেছেন। এ ছাড়া অন্য কোনো পথে আল্লাহকে পাওয়া সম্ভব নয়। সিরাতে মুস্তাকিম আল্লাহর সঙ্গে যুক্ত এবং আল্লাহ পর্যন্ত সুগম। এ পথ ছাড়া অন্য যে পথেই মানুষ অগ্রসর হোক না কেন, দেখবে সেই পথ বন্ধুর; যে দুয়ারেই করাঘাত করুক না কেন, দেখবে সেই দুয়ার রুদ্ধ।

সিরাতে মুস্তাকিম খোদ আল্লাহর পথ

সিরাতে মুস্তাকিম হচ্ছে খোদ আল্লাহর পথ। আল্লাহ তাআলা এ পথের সঙ্গে তাঁর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন—
১। সিরাতে মুস্তাকিম তাঁর সাথে সম্পৃক্ত, অর্থাৎ তাঁর নিকট পৌঁছে দেয়;
২। তিনি সিরাতে মুস্তাকিমের সাথে সম্পৃক্ত, অর্থাৎ তাঁর সকল কথা ও কাজ সিরাতে মুস্তাকিমের ওপর প্রতিষ্ঠিত, মানে সঠিক ও নির্ভুল।

প্রথমটির উদাহরণ— قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ

আল্লাহ বললেন, ﴾এটি আমা-পর্যন্ত সরল পথ।﴿ (সূরা হিজর: ৪১)

দ্বিতীয়টির উদাহরণ—

مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلاَّ هُوَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَآ إِنَّ رَبِّي عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

﴾এমন কোনো জীবজন্তু নেই, যে তাঁর পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়; নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক আছেন সরল পথে।﴿ (সূরা হুদ: ৫৬)

বস্তুত সিরাতে মুস্তাকিম অবলম্বনের বিষয়টি আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সবচেয়ে মানানসই। কারণ, তাঁর কথামালা যেমন সত্য ও নির্ভুল, প্রজ্ঞা ও ইনসাফে পূর্ণ; তেমনি তাঁর কার্যাবলিও সংগত ও প্রজ্ঞাময়, দয়া ও কল্যাণে ভাস্বর। তাঁর কথা ও কাজে কোনো মন্দ বা অকল্যাণের স্থান নেই। এর কারণ হলো, সিরাতে মুস্তাকিম মানেই সকল অকল্যাণ থেকে মুক্ত। কাজেই যিনি সিরাতে মুস্তাকিমের ওপর সর্বাধিক প্রতিষ্ঠিত, তার কথা-কাজে কীভাবে অকল্যাণ প্রবেশ করতে পারে!

সিরাতে মুস্তাকিমের সহযাত্রী

শুরুর দিকে সিরাতে মুস্তাকিমের পথিক নিঃসঙ্গতায় ভুগতে পারে। কারণ, তার লক্ষ্য ও গন্তব্য দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষের কাছেই মূল্যহীন। মানুষ নিঃসঙ্গতা পছন্দ করে না; বরং ভয় পায়। তাই এ পথের পথিকের একাকিত্ব ঘোচানোর জন্য আল্লাহ তাআলা সুরা ফাতেহায় ঘোষণা দিয়েছেন—সিরাতে মুস্তাকিম হচ্ছে আল্লাহর নেয়ামতপ্রাপ্ত বান্দাদের পথ। আর 'নেয়ামতপ্রাপ্তদের' বিবরণ কুরআনের আরেক জায়গায় দেওয়া হয়েছে এভাবে—

فَأُوْلَـٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّينَ وَٱلصِّدِّيقِينَ
وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَـٰٓئِكَ رَفِيقاً

﴿সে নবী, সত্যনিষ্ঠ, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ—যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন—তাদের সঙ্গী হবে এবং তারা কত উত্তম সঙ্গী!﴾ (সূরা নিসা: ৬৯)

অর্থাৎ, সিরাতে মুস্তাকিমের পথিকের ভয় নেই। আশপাশের মানুষের বিরোধিতায় তার মন খারাপ করার কারণ নেই। তার সঙ্গীসাথিরা তো নবীগণ, সিদ্দিক, শহীদ ও দুনিয়ার সকল নেককার বান্দারা। সিরাতে মুস্তাকিমের 'বিরোধীরা' সংখ্যায় বেশি হতে পারে, কিন্তু মর্যাদায় এ পথের পথিকদের ধারেকাছেও নেই।

সিরাতে মুস্তাকিমের হিদায়াত-প্রার্থনার পদ্ধতি

এজন্যই সিরাতে মুস্তাকিমের দিশা পাওয়ার দুআ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর এটা অর্জন করতে পারাও মহা-সৌভাগ্যের বিষয়। তাই তো সিরাতে মুস্তাকিমের জন্য কীভাবে দুআ করা দরকার, আল্লাহ তাআলা সুরা ফাতেহায় সেটা বিশেষভাবে শিখিয়ে দিয়েছেন। প্রথমে এনেছেন আল্লাহর নিজের তারীফ ও গুণকীর্তনের কথা, এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে এনেছেন বান্দার দাসত্ব ও তাওহিদের আলাপ। দুটিই আল্লাহর কাছে দুআ করার জন্য ওসিলা হিসেবে ব্যবহার করা যায়—একটি আল্লাহ তাআলার নাম ও সিফাতের ওসিলায়, অপরটি নিজের দাসত্ব ও ইবাদতের ওসিলায়। এই দুই ওসিলায় কেউ দুআ করলে সাধারণত তা কবুল না হয়ে পারে না।

ফাতেহায় তাওহিদের আলোচনা
সকল নবী-রসূলের শিক্ষা

তাওহিদ প্রথমত দু-প্রকার:
১। জ্ঞানগত তাওহীদ, যার সম্পর্ক জ্ঞান ও আস্থার সাথে;
২। সংকল্পগত তাওহীদ, যার সম্পর্ক ইচ্ছা ও সংকল্পের সাথে।

দ্বিতীয়টি অর্থাৎ সংকল্পগত তাওহীদ আবার দু-প্রকার:
১। রবুবিয়্যাত (প্রতিপালকত্ব)-এর ক্ষেত্রে তাওহিদ;
২। উলুহিয়্যাত (উপাস্যতা)-এর ক্ষেত্রে তাওহিদ।

এই হলো তাওহিদের মোট তিন প্রকার: জ্ঞানগত তাওহিদ, রুবুবিয়্যাতের তাওহিদ, উলুহিয়্যাতের তাওহিদ।

জ্ঞানগত তাওহিদ-এর ভিত্তি হলো: আল্লাহ তাআলার জন্য সকল পূর্ণতা-গুণ সাব্যস্ত করা, তাঁর তুলনা ও সাদৃশ্য অস্বীকার করা এবং সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি হতে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করা।

এ বিষয়টি সুরা ফাতেহায় দু-ভাবে আলোচনা করা হয়েছে:

১। সংক্ষিপ্ত আকারে ২। বিস্তারিত আকারে।

– সংক্ষিপ্ত আলাপটা হলো, আল্লাহ তাআলার জন্য 'হামদ'(সকল প্রশংসা) সাব্যস্ত করা। এর মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে আল্লাহ তাআলা কতটা পূর্ণতার গুণে গুণান্বিত, তাঁর তুলনা হয় না, সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত। তাই প্রশংসা শুধু তাঁরই প্রাপ্য।

– আর বিস্তারিত আলাপটা হয়েছে তাঁর জন্য ইলাহিয়্যাত, রবুবিয়্যাত, রহমত ও মুলক (রাজত্ব)—এই চারটি গুণ উল্লেখের মাধ্যমে। আল্লাহ, রব, আর-রহমান, আর-রহীম ও মালিক—এই পাঁচটি নামের মধ্যে ওপরের চারটি গুণ নিহিত আছে। মূলত এ গুণগুলো আল্লাহ তাআলার সকল নাম ও সিফাতের উৎসমূল।

- হামদের ভেতর তাওহিদ আছে কীভাবে জানেন? হামদ মানে ভালোবাসা। হামদ

মানে ভালোবাসা, সন্তুষ্টি ও আনুগত্যের সঙ্গে কারও উত্তম গুণাবলির প্রশংসা করা। এতটাই গভীর শব্দ! সুতরাং কেউ যদি হামদ-কৃত সত্তার গুণাবলি অস্বীকার করে কিংবা তাঁর ভালোবাসা ও আনুগত্যকে উপেক্ষা করে, তাহলে সে প্রকৃত হামদ-কারী হতে পারে না।

- সুরা ফাতেহায় আলোচিত পাঁচ নাম, তথা 'আল্লাহ, রব, আর-রহমান, আর-রহীম ও মালিক' কীভাবে তাওহিদ প্রতিষ্ঠা করে—তা বুঝতে হলে প্রথমে দুটি মূলনীতি বোঝা জরুরী:

এক.

আল্লাহ তাআলার পবিত্র নামগুলো তাঁর গুণাবলিরই বহিঃপ্রকাশ। শব্দগুলো নাম হলেও অর্থগুলো তাঁর গুণ। এ কারণেই তাঁর নামগুলোকে 'আসমায়ে হুসনা' (সুন্দর নামসমূহ) বলা হয়। যদি সেগুলো কেবল অর্থহীন কিছু শব্দ হতো, তাহলে 'হুসনা' অভিধায় ভূষিত হতো না এবং কোনো প্রশংসা বা পূর্ণতা প্রকাশ করত না। তা ছাড়া তেমনটি হলে রহমত ও অনুগ্রহের প্রসঙ্গের পাশাপাশি ক্রোধ ও প্রতিশোধ-জ্ঞাপক নামও আল্লাহর বেলায় ব্যবহার করা যেত। বলা যেত—"হে আল্লাহ, আমি নিজের ওপর জুলুম করেছি, আমাকে ক্ষমা করে দিন, কারণ আপনি 'মুন্তাকিম' (প্রতিশোধ গ্রহণকারী)", অথবা "হে আল্লাহ, আমাকে দান করুন, আপনি মানিঈ'-مَانِعٌ (দান স্থগিত-কারী)" ইত্যাদি। কিন্তু আমরা কি এমনটা বলি? না বলি না। কারণ, তাঁর নামগুলো আসমায়ে হুসনা, সবচেয়ে সুন্দর নাম।

দুই.

আল্লাহর সবগুলো নামের যেমন বাহ্যিক অর্থ রয়েছে, তেমনি কিছু অন্তর্নিহিত অর্থও রয়েছে। তত্ত্বীয় ভাষায় যদি বলি, একটি গুণবাচক নাম বাহ্যিকভাবে নির্দিষ্ট গুণে গুণান্বিত সত্তাকে বোঝায়। পাশাপাশি নামের মধ্যে যে গুণের কথা বলা হচ্ছে, সেই গুণটিকে এবং সংশ্লিষ্ট সত্তাকেও বোঝায়। তা ছাড়া অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসেবে অন্যান্য গুণের প্রতিও ইঙ্গিত করে। জটিল মনে হচ্ছে? একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। যেমন, আল্লাহ তাআলার একটি নাম আছে 'اَلسَّمِيْعُ' (সর্বশ্রোতা)। এই নামটি বাহ্যিকভাবে আল্লাহ তাআলাকে বোঝাচ্ছে, যিনি সবকিছু শোনেন; আর পরোক্ষভাবে বোঝাচ্ছে আল্লাহ তাআলার 'সত্তা' ও সবকিছু শোনার গুণকে। মোটকথা এই নামের মাধ্যমে আমরা বুঝি, আল্লাহর অস্তিত্ব সত্য, তিনি সবকিছু শোনেন এবং সব শোনা তাঁর একটি গুণ। শুধু তা-ই নয়, এই নামে ইঙ্গিত মেলে, আল্লাহ তাআলার আরেকটি